রিয়া (মানুষকে দেখানো বা শুনানোর উদ্দেশ্যে ‘ইবাদত করা) কত প্রকার ও কি কি এবং এগুলোর হুক্‌ম কি ?

রিয়া বা লোক দেখানো ‘ইবাদত তিন প্রকার। যথা:-(১) কোন নেক কাজ (‘ইবাদত) মূলতী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিছক গায়রুলাহ্‌কে (আলাহ ভিন্ন অন্য কাউকে) দেখানোর উদ্দেশ্যে বা মানুষের প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে করা, এবং বাহ্যিকভাবে লোকজন যেন তার কাজটা দেখে সেটাকে আলাহ্‌র ‘ইবাদত বলেই মনে করে, এমন মনোভাব পোষণ করা। যদিও এর দ্বারা আলাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে অংশীদার বা সমান করা উদ্দেশ্য না হয়। এ জাতীয় ‘ইবাদত হলো শির্‌কের (শির্‌কে আসগরের) অন্তর্ভুক্ত। এ ধরণের ‘ইবাদত আলাহ্‌র নিকট আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরণের ‘ইবাদত কোন মু’মিন ব্যক্তি করতে পারে না।
আর যদি ‘ইবাদতে গায়রুলাহ্‌কে আলাহ্‌র একক প্রাপ্য ও অধিকারে শামিল বা অংশীদার করা উদ্দেশ্য হয়, কিংবা মূল কাজটাই আলাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে করা হয়, তাহলে তা শিরকে আকবর বলে পরিগণিত হবে।
হাদীছে ক্বোদছীতে রাছূল ﷺ থেকে বর্ণিত, আলাহ ﷾ ইরশাদ করেছেন:-

أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته و شركه

অর্থাৎ:-আমি অংশীদারদের অংশীদারিত্ব থেকে সম্পূর্ণ প্রয়োজন মুক্ত। (আমার সাথে কেউ অংশীদার বা শরীক হোক এ ধরণের কোন প্রয়োজন আমার আদৌ নেই) যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করে যাতে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, আমি তাকে ও তার অংশীদারকে প্রত্যাখ্যান করি।(সহীহ মুছলিম)
এখানে বিশেষভাবে উলেখ্য যে, রিয়া সাধারণত শির্‌কে আসগর তথা ছোট শির্‌কের পর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকে। তবে মনের ভাব ও নিয়তের ভিত্তিতে কখনো তা শির্‌কে আকবর বা প্রধান শির্‌কের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়।

(২) কোন ‘ইবাদত মূলতী একমাত্র আলাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই শুরু করা, তবে ‘ইবাদত করাকালীন মধ্যবর্তী সময়ে অন্য কেউ তা দেখে ফেললে বা অবহিত হয়ে গেলে তাতে আনন্দিত ও উলসিত হয়ে লোক দেখানোর জন্য ‘ইবাদতকে আরো সুন্দর করার চেষ্টা করা কিংবা পরবর্তী অংশটুকু লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করা। এ অবস্থায় ‘আমল বা ‘ইবাদতটি যদি এমন হয় যে, তার এক অংশ অপর অংশের উপর ভিত্তিশীল নয় বরং তার প্রতিটি অংশ পৃথক পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাহলে ‘আমল বা ‘ইবাদতের যে অংশটুকু রিয়া মিশ্রিত হবে, শুধুমাত্র সে অংশটুকু বাতিল হয়ে যাবে, তবে তার সম্পূর্ণ ‘আমল বাতিল হবে না। যেমন কোন ব্যক্তি একমাত্র মহান আলাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে দু’শত টাকা ফক্বীর- মিছকীনদের দান করতে শুরু করল, ইতিমধ্যে একশত টাকা দান করার পর হঠাৎ করে সে দেখল যে অনেক লোক তার দিকে চেয়ে আছে, তাকে বাহবা দিচ্ছে এবং তার প্রশংসা করছে। এতে করে তার মনের মধ্যে রিয়া বা লৌকিকতার ইচ্ছা দেখা দিল এবং অবশিষ্ট একশত টাকা সে মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে কিংবা আরো বেশি করে তাদের প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে দান করল। এমতাবস্থায় তার প্রথম একশত টাকা দান আলাহ্‌র নিকট গ্রহণীয় হবে এবং পরবর্তী একশত টাকা দান বাতিল বলে গণ্য হবে।
আর যদি ‘আমলটি এরকম না হয় বরং তার প্রথম অংশ শেষ অংশের উপর বা এক অংশ অপর অংশের উপর ভিত্তিশীল হয় অর্থাৎ ‘আমলের এক অংশ অপর অংশের সাথে এমনভাবে জড়িত হয় যে এর প্রতিটি অংশ একটি অপরটি ব্যতীত পূর্ণতা লাভ করতে পারে না, তা হলে এর দুই অবস্থা।
(ক) ‘আমল বা ‘ইবাদত একমাত্র আলাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে শুরু করার পর ‘ইবাদত করাকালীন মধ্যবর্তী সময়ে যদি লোক দেখানোর (রিয়া’র) ইচ্ছা মনের মধ্যে দেখা দেয় এবং এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি যদি লৌকিকতার এ মনোভাব তার অন্তর থেকে দূর করার এবং ‘আমলকে রিয়া-মুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রেখে ‘আমল সম্পন্ন করে, তাহলে তার ‘আমল বিনষ্ট বা বাতিল হবে না। উদাহরণ স্বরূপ যেমন:- কোন ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে; একমাত্র আলাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে নামায পড়তে শুরু করল। এমতাবস্থায় নামাযের দ্বিতীয় রাক‘আতে তার অন্তরে রিয়া’র উদ্রেক হলো। সাথে সাথে সে তার অন্তর থেকে এই কুমন্ত্রণা ও কুমনোভাব দূর করার যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যেয়ে নিজের নামায সম্পন্ন করল, তাহলে এই রিয়া তার ‘আমলে কোন প্রভাব ফেলবে না এবং আলাহ চাহেতো তার এই নামায বাতিল হবে না।
(খ) যদি সে ব্যক্তি তার অন্তরের এই কুমন্ত্রণা দূর করার এবং ‘আমলকে রিয়ামুক্ত করার চেষ্টা না করে, বরং রিয়া তথা লোক দেখানোর উদ্দেশ্য অন্তরে পোষণ করেই ‘আমল সম্পন্ন করে, তাহলে তার এই ‘আমল সম্পূর্ণ বাতিল ও বিনষ্ট হয়ে যাবে।
রাছূল ﷺ বলেছেন:- من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك.

অর্থাৎ:- যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়ল সে শির্‌ক করল, যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে রোযা পালন করল সে শির্‌ক করল, যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে দান- সাদক্বা করল সে শির্‌ক করল। (মুছনাদে ইমাম আহমদ)

(৩) আলাহর জন্যে পূর্ণ নিষ্ঠা ও ইখলাসের সাথে কোন ‘আমল আরম্ভ ও সম্পন্ন করা। ‘আমল সম্পন্ন হওয়ার পর অন্তরে রিয়া’র উদ্ভব হওয়া। যেমন লোকজনের মূখে এ ‘আমল সম্পর্কে নিজের প্রশংসা শুনে নিরবে আত্মতৃপ্তি ও গর্ববোধ বোধ করা। এ জাতীয় রিয়া ‘আমলে কোনরূপ প্রভাব ফেলে না এবং এর দ্বারা ‘ইবাদত বাতিল বা বিনষ্ট হয় না। কেননা তা ‘ইবাদত সমাপ্ত হওয়ার পর প্রকাশ পেয়েছে।